

ঈদে মীলাদুন্নাবী

পরিচয় উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
এবং কুরআন ও হাদীসের
ফায়সালা

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

حكم الاحتفال بمولد النبي ﷺ

ঈদে মীলাদুন্নাবী

পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
এবং
কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা
প্রেসিডেন্ট, ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

ঈদে মীলাদুন্নাবী

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায় :

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

মোবাইল : ০১৯৭২২৪৪২৪৪

Web: www.aldinalislam.com

E-mail: m.shahidullah.khan@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈসায়ী
সফর ১৪৪৩ হিজরী

কম্পিউটার সজ্জায়ন : ইউনিক কম্পিউটার্স

৮৯/৩, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র

বিষয়সূচী : পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গ কথা : ৩

ঈদে মীলাদুন্নাবীর পরিচয় : ৪

ঈদে মীলাদুন্নাবী এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ৫

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন : ৫

একটু চিন্তা করুন : ৬

ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে যা হয়ে থাকে : ৬

সংশয় ও তার জবাব : ৮

কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত : ১২

উপসংহার : ১৫

লেখকর কথা

মুসলিম সমাজ বর্তমান দীন-ধর্মকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। যেমন- রামাযান মাস চলে গেলে মাসজিদের নামাযীও চলে যায় এবং দান-খয়রাতের হাতও ছোট হয়ে আসে। আর যারা বিত্তবান তারাতো অপেক্ষা করেন হাজ্জ মৌসুমের, অথচ সারাটি জীবন নামায-রোযা, হালাল-হারাম, হক-নাহক কোন কিছুর বাছ-বিচার নেই, শুধু অপেক্ষায় সেই হাজ্জ অনুষ্ঠানের, কবে তা সম্পাদন করে নামের সাথে আলহাজ্জ কথাটি যোগ করা যায়! এসব হলো সাধারণ কথা, কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে আরেক রব উঠেছে, সাধারণ বেশে এখন আর ইবাদাত হয় না, শুরু হয়েছে যাকজমক ও চমকের ফ্যাশান, কে কত যাকজমকের সাথে ইবাদাতের অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে, এরই প্রতিযোগিতা চলছে প্রবল ভাবাবেগের সাথে। অথচ ভেবে দেখলাম না এ 'ইবাদাত রাসূল ^{সহাবা-৩} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম} কর্তৃক- প্রবর্তিত, না অন্য কোন কেন্দ্র হতে সাপ্লাই হচ্ছে? যার মূল উদ্ভাবক মানুষের চিরশত্রু ইবলিস-শয়তান।

হিজরী সনের সফর মাস শেষে রবিউল আওয়াল মাস আসতেই শুরু হয় আরেক অদ্ভুত কণ্ড। এক শ্রেণীর ভ্রান্ত 'আকীদার মুসলমান, তারা যেন 'ইবাদাতের মাস হিসেবে শুধু এ মাসটিকেই চেনে, বরং তাদের মরিচা পড়া ধ্যান-ধারণায় এ মাসটিই হলো ইবাদাতের সবচেয়ে বড় মৌসুম। এমনকি নাবী মুহাম্মাদ ^{সহাবা-৩} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম} কর্তৃক প্রবর্তিত মুসলমানদের জন্য সুনির্বাচিত দু'টি ঈদ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাও তাদের তথাকথিত ঈদের কাছে হার মেনেছে। তাদের ঘোষিত ও লিখিত শ্লোগান "সকল ঈদের সেরা ঈদ-ঈদে মীলাদুন্নাবী" (নাউযুবিল্লাহ)। ভারতীয় উপমহাদেশে এক শ্রেণীর মুসলিম ১২ই রবিউল আওয়ালকে কেন্দ্র করে শুরু করে এক এলাহী কাণ্ড। অথচ আমরা যদি সেই মক্কা-মদীনার দিকে দৃষ্টি দেই যেখানে নাবী ^{সহাবা-৩} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম}-এর জীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং যেখানে তিনি সমাধিত হয়েছেন সেখানে এ ভ্রান্ত ও কথিত 'ইবাদাতের চিহ্নটিও পাওয়া যায় না। আমি যখন মদীনায় ছিলাম এবং মাসজিদে নববীতে বিশ্ববরেণ্য আলিমদের প্রদত্ত খুৎবা স্বদেশী বাংলাভাষী ভাইদের মাঝে অনুবাদ করে শুনাতাম এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারে আলোচনা রাখতাম, তখন শ্রোতাদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিত- কি আশ্চর্যের বিষয়! আমাদের দেশে ১২ই রবিউল আওয়াল, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ ইত্যাদি দিনগুলো আসলে কতই না 'ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা দেখতে পেতাম, কিন্তু যাকে অনুসরণ করে ঐসব করা হত, তাঁর দেশে বা তাঁর মাসজিদে কিভাবে সে দিনগুলো চলে যায় তা বুঝতেও পারি না? সেসব প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দেয়ার চেষ্টা করতাম; বলতাম যে, ঐসব হলো আমাদের দেশের তথাকথিত এক শ্রেণীর মুসলিমের 'ইবাদাত; আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ^{সহাবা-৩} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম}-এর দীনের 'ইবাদাত নয়। যদি তাঁর দীনে থাকত তাহলে অবশ্যই এখানেই সর্বাত্মক পালন করা হত।

হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! আসুন আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে "ঈদে মীলাদুন্নাবী" এর পরিচয়, উৎপত্তি-ইতিহাস ও বিধান জেনে নিই এবং সঠিক পথে চলার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

ঈদে মীলাদুন্নাবীর পরিচয়

“ঈদে মীলাদুন্নাবী” একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। এ নামটি তিনটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। শব্দ তিনটি হলো : عِيدٌ (ঈদ), مِيلَادٌ (মীলাদ), النَّبِيُّ (নাবী)।

عِيدٌ (ঈদ) শব্দটির শাব্দিক অর্থ- বারংবার ফিরে আসা, সমবেত হওয়া, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি।

ঈদের পারিভাষিক সংজ্ঞায় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন :

العِيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.

“ঈদ হচ্ছে এমন সাধারণ সমাবেশ যা নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে। বছর ঘুরে, সপ্তাহে অথবা মাসে আসে।”

এ ঈদ সময়কেন্দ্রিক, আবার স্থানকেন্দ্রিকও হয়ে থাকে।

مِيلَادٌ (মীলাদ) অর্থ জন্ম বা জন্মকাল; আর النَّبِيُّ (নাবী) শব্দটি আরবী হলেও তা সকল মুসলিমের বোধগম্য। উদ্দেশ্য হলো নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। অতএব, “ঈদে মীলাদুন্নাবী” অর্থ- নাবীর জন্মে খুশি বা উৎসব।

প্রচলিত অর্থে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্ম উপলক্ষে যে আনুষ্ঠানিকতা বা ঈদ উৎসব পালন করা হয় তাকে “ঈদে মীলাদুন্নাবী” বলা হয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে, “ঈদে মীলাদুন্নাবী” এর উৎপত্তি কখন হতে?

ঈদে মীলাদুন্নাবী-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

“ঈদে মীলাদুন্নাবী” সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদির ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, প্রাক ইসলামী যুগেও এ জাতীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল। যেমন- গ্রীক, ইউনান, ফিরায়ানা ইত্যাদি সভ্যতায় তারা স্বীয় দেবতাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান উদযাপন করত। সেই রীতিতে গ্রহণ করেছে খ্রীস্টান সম্প্রদায়, তাদের কাছে বড় ঈদ হলো তাদের নাবীর জন্মদিনের উৎসব পালন করা। খ্রীস্টানদের এ উৎসব বা বড় দিনের অনুষ্ঠান শুধু প্রাক ইসলামেই পালন করা হত না, বরং আজও এর প্রচলন রয়েছে। পরবর্তীতে শরঈ জ্ঞান বিবর্জিত একশ্রেণির মুসলিম ভিন্য সভ্যতা ও সম্প্রদায়ের অপসংস্কৃতির অনুকরণে মুসলিম সমাজে ঈদে মীলাদুন্নাবীর প্রচলন ঘটিয়েছে। এখন আমরা এ প্রশ্নের উত্তর জানবো, কখন থেকে মুসলিম সমাজে এ অনৈসলামিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটল? এবং কার মাধ্যমে?

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন :

ঈদে মীলাদুন্নাবীর পক্ষে ও বিপক্ষে আলিমসমাজ একমত যে, এ মীলাদুন্নাবীর উৎসব নাবী ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবের'ঈন ও তাবের তাবের'ঈনদের দ্বারা কখনও উদযাপিত হয়নি। সুতরাং উত্তম যুগসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পরই এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু কখন এবং কার দ্বারা এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটল, এ নিয়ে ইসলামী স্কলারগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন :

এক. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে মিসরে ফাতেমী (শী'আ) সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটে। তারা সর্বপ্রথম ছয়জন ব্যক্তির জন্মোৎসব পালন করেন। তারা হলেন :

১. নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, ২. 'আলী (রা.), ৩. হাসান (রা.), ৪. হুসাইন (রা.), ৫. ফাতেমা (রা.) ও ৬. তৎকালীন ফাতেমী সাম্রাজ্যের খলীফা।

তখন থেকে ফাতেমী বা শী'আ সম্প্রদায়ের খলীফা স্বউদ্যোগে জাতীয়ভাবে ছয় জনের জন্মদিবস পালন করতেন।^২

দুই. হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে ইরাকের মাওসুল শহরে তৎকালীন বাদশা আল মুযাফফরের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী আলেম উমার বিন মুহাম্মাদ মল্লার পরিচালনায় সর্বপ্রথম নাবী ﷺ এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।^৩

^২ দ্রঃ আল খিতাত লিল মাকরীযী- ১/৪৯০-৪৯৯ পৃঃ।

ইমাম আবু শামাহ (রহ.) উক্ত দু'টি মতের সমন্বয় সাধন করে বলেন: বস্তুত সর্বপ্রথম যারা এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটায় তারা হলো- ফাতেমী বা শী'আ সম্প্রদায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে মিসরের রাজধানী কায়রোতে তারা এ বিদ'আতের প্রচলন ঘটায়, অতঃপর সেখান থেকে ফাতেমী সম্প্রদায়দের দ্বারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লে ইরাকের মাওসুল শহরে সর্বপ্রথম বাদশা মুযাফফরের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিদ'আত চালু হয়, যদিও অন্যত্র^৪ এ বিদ'আতের প্রচলন শুরু হয়েছিল আগে থেকেই।

একটু চিন্তা করুন :

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন, যে কাজটি নাবী ^{সওয়াব-৫}আলামহি-এর যুগে ছিল না, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না, এমন কি তাবে'ঈ, তাবেতাবে'ঈ ও প্রসিদ্ধ ইমামদের যুগেও ছিল না, তা কিভাবে ইসলামের ইবাদাত হতে পারে? সত্য ইতিহাস প্রমাণ করছে- এ বিদ'আতের উদ্ভব হলো নাবী ^{সওয়াব-৫}আলামহি-এর পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার চারশ বছরেরও অনেক পরে। তাই একটু ভাবলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি সুন্নী-মুসলিমদের চির শত্রু ভ্রান্ত শী'আ সম্প্রদায় হতে উদ্ভাবিত এক গুমরাহী বিদ'আত যা নাবী ^{সওয়াব-৫}আলামহি ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের ধর্মে ছিল না।

আসুন! আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্বে নাবী ^{সওয়াব-৫}আলামহি-এর জন্মবার্ষিকী পালনের নামে যে সব গর্হিত ও নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হয় তার সামান্য কিছু অবগত হই।

ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে যা হয়ে থাকে :

উপরিউক্ত তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা হতে আমরা জানলাম যে, ঈদে মীলাদুন্নাবী 'ইবাদাতের নামে একটি নব উদ্ভাবিত বিদ'আত। কিন্তু এর অনুষ্ঠানাদি কি শুধু বিদ'আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ? না আরো কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে? উত্তরে নির্বিঘ্নে বলতে পারি যে, অনুষ্ঠানাদি বিদ'আতের সীমা অতিক্রম করে লিপ্ত হচ্ছে পৃথিবীর বুকে সর্বনিকৃষ্ট ও জঘন্যতম অপরাধ শিরকে, যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

^৩ হাসনুল মাকসাদ লিসসুয়ূতী ৪২ পৃঃ, আল বিদায়া আন নিহায়া- ১৩/১৪৭ পৃঃ।

^৪ আল-বায়িস লিআবী শামাহ- ২৩-২৪ পৃ., বিস্তারিত দ্রঃ (আল আইয়াদ ওয়া আছারুহা আলাল মুসলিমিন- ২৮৬-২৮৯ পৃ.)।

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ অপরাধ ছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।”^৫

শিরক শুধু ক্ষমার অযোগ্য অপরাধই নয়; বরং এ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার অতীতের সর্বপ্রকার সৎকর্ম বিনাশ হয়ে যায় এবং সে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“আর যদি তারা শিরকে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের অতীতের সব আমল বিনাশ হয়ে যাবে।”^৬

নাবী ﷺ-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপনে মানুষ প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়। যেমন তাদের বিশ্বাস হলো নাবী ﷺ সাধারণ মানুষের মতো নন, তিনি নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানেন, তিনি এখনো জীবিত আছেন, তিনি সর্বত্র উপস্থিত হয়ে থাকেন। এমন কি সে দিশেহারা নির্বোধ মানুষেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছেই তাদের ফরিয়াদ পেশ করে, তাঁর কাছে তলব করে সাহায্য সহযোগিতা- ইত্যাদিভাবে তারা নাবী ﷺ-কে আল্লাহ তা‘আলার সমপর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

এ দিশেহারাদের অবস্থা কি সেই ভ্রান্ত খ্রিস্টানদের মতো নয়? যারা তাদের নাবী ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর সমপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। শুরুতেই বলেছিলাম যে, খ্রিস্টানরা তাদের নাবীর জন্মবার্ষিকী পেয়েছে ইউনান-গ্রীকদের কাছ থেকে, আর এ দিশেহারারা তাদের নাবীর জন্মবার্ষিকী পেয়েছে সেই ভ্রান্ত খ্রিস্টানদের কাছ থেকে, যারা তাদের নাবীকে মা‘বুদের আসনে বসানোর ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এ জন্যই নাবী মুহাম্মাদ ﷺ স্বীয় উম্মাতকে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই সতর্ক করেছেন। তিনি ﷺ বলেন :

لَا تَنْظُرُونِي كَمَا أَظَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

“তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারিয়াম এর ব্যাপারে (তাকে মাবুদের পর্যায়ে পৌঁছায়) বাড়াবাড়ি করেছে, আমি কেবলমাত্র তাঁর বান্দা (আল্লাহর দাস), অতএব তোমরা আমাকে বলো; আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও তাঁর রাসূল।”^৭

^৫ সূরা আন নিসা ৪ : ৪৮।

^৬ সূরা আল আন আম, ৬ : ৮৮

^৭ সহীহুল বুখারী হা. ৩৪৪৫

এ ছাড়াও সে সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে যে না'ত-ছন্দ ও ছড়া আবৃত্তি করা হয়, সেগুলো অনেকাংশই শিরকী কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। অনুরূপ ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে মাজার ও দরগাসমূহে যে ওরোসের আয়োজন করা হয়, সেখানেও গাঁজাখোরদের আড্ডা, গান-বাজনার আসর, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি নৈতিকতা বিরোধী গর্হিত কাজের মেলা বসানো হয়। অতএব, একজন ধর্মপ্রিয় বিবেকবান ব্যক্তির কাছে আর বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না; কীভাবে এ গর্হিত কাজ ইসলামের ইবাদাত হতে পারে? কিন্তু সমস্যা হলো, সাধারণ মুসলিম তথাকথিত বিদ'আতী আলিমদের ভ্রান্ত বিবৃতির সংশয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এবার আসুন কিছু সংশয় নিরসনে যাই।

সংশয় ও তার জবাব :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ “প্রতিটি দলই নিজেকে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল।”^৮



এটাই মানব জাতির স্বভাব। এজন্য দেখা যায় যাদের ধর্মে বিকৃতরূপ ছাড়া সত্যের কোন বালাই নেই, সেই ইয়াহুদ-খ্রীষ্টানেরাও নিজেদের ধর্মের সঠিকতা দাবী করে এবং সাধারণ-মানুষকে স্বীয় ধর্মে ফিরাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি ঈদে মীলাদুন্নাবীর মত বিদ'আতকে এক শ্রেণীর মানুষ 'ইবাদাতে রূপান্তরিত করার অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে এবং কুরআন ও হাদীসের অপব্যাক্যার সাথে মিথ্যা ও জাল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে সংশয়ে ফেলছে। আসুন আমরা সেসব অসারতা ও সংশয়ের নিরসনে যাই।


প্রথম সংশয় :

নাবী ^{পয়গাম্বার-৬}আলামারি-৬ ওয়াসাত্তা-৬-এর মুহাক্কত বা ভালবাসার দোহাই দিয়ে এসব কাজ করা হয় এবং বলা হয় যে, যারা এ মীলাদ পালন করে না, তারা নাবী ^{পয়গাম্বার-৬}আলামারি-৬ ওয়াসাত্তা-৬-কে ভালবাসে না।


জবাব : এ সংশয়ের জবাবে বলতে চাই, নাবী ^{পয়গাম্বার-৬}আলামারি-৬ ওয়াসাত্তা-৬-কে ভালবাসার অর্থ কি তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলা, না প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দীন পালন করা? সঠিক উত্তর হলো- তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো- নাবী ^{পয়গাম্বার-৬}আলামারি-৬ ওয়াসাত্তা-৬-এ ধরনের আনন্দ-উৎসব ও অনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করার কোনো আদেশ বা অনুমতি দিয়েছেন- এ মর্মে কোন সঠিক প্রমাণ আছে কি? জাওয়াব : আদৌ নেই। অতঃপর প্রশ্ন হলো- তথাকথিত ভালবাসার



^৮ সূরা আল মু'মিনুন ২৩ : ৫৩।

দাবীদাররা নাবী -কে বেশী ভালবাসেন, না সেসব সাহাবায়ে কিরাম যাঁরা তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন? উত্তর হলো- তাঁরাই (সাহাবীগণই) নাবী -কে বেশী ভালবেসেছিলেন, যার কোন তুলনা হতে পারে না।



অতএব সাহাবীগণ এ উম্মাতের মাঝে নাবী -এর সর্বোত্তম অনুসারী এবং সর্বোত্তম নাবীপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও তারা কি এ জাতীয় মীলাদ মাহফিল উদযাপন করেছেন? কখনই না। সুতরাং এসব ভালবাসার দাবী প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই হতে পারে না। বরং যারা এসব বিদআত বর্জন করেন তারাি প্রকৃত নাবীপ্রেমিক এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারী।

দ্বিতীয় সংশয় :

বলা হয় যে, “আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন : আমার দাসী সুউয়াইবা নাবী  এর জন্মের সুসংবাদ দিলে দুধ পান করানোর জন্য আমি তাকে (দাসীকে) আযাদ করে দেই, তাই প্রতি সোমবার জাহান্নামে আমার আযাব হালকা করে দেওয়া হয় এবং আমার দু’আঙ্গুলের মাঝে হতে প্রবাহিত পানি পান করি।”

জবাব : উক্ত দাবি অনুসারে আবু লাহাব একজন কাফির হওয়া সত্ত্বেও নাবী -এর জন্মের খবর পেয়ে যদি তার দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার প্রতিদান পায়, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে নাবী -এর জন্ম দিবস পালন করলে নিশ্চয়ই আমাদের জন্যও বড় ধরনের প্রতিদান রয়েছে!

প্রথম কথা হলো : এ ঘটনাটি মুরসাল সূত্রে প্রমাণিত, যা হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী যঈফ বা দুর্বল শ্রেণীভুক্ত এবং দলীল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য। এছাড়াও এ জাতীয় স্বপ্নের মাধ্যমে কখনো শরীয়তের ইবাদাত সাব্যস্ত হতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা হলো : বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আবু লাহাব তার দাসীকে নাবী -এর মদীনায় হিজরতের প্রারম্ভে আযাদ করেন, যা নাবী  এর জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর।^৯ অতএব এটা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে যে, উক্ত ঘটনাটি সঠিক নয় বরং সর্বৈব মিথ্যা।

^৯ দ্রঃ- তব্কাত লি ইবনে সা'দ, ১/১০৮-১০৯, আল ইসাবাহ লি ইবনে হাজার, ৪/২৫৮।

তৃতীয় কথা হলো : কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত প্রমাণ করছে যে, আবু লাহাবের মতো কাফিররা জাহান্নামী হবে এবং তাদের জাহান্নামের আযাব বিন্দু মাত্র কম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كٰفُوْرٍ﴾

“যারা কাফির তাদের জাহান্নামের আযাব, আর এ আযাব ভোগকালে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং জাহান্নামের আযাব তাদের জন্য হালকাও করা হবে না, এরূপই আমি প্রতিটি কাফিরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।”^{১০}

আল্লাহ তা'আলার কথা হলো— কাফিরদের আযাব কোনরূপ হালকা করা হবে না, আর উক্ত ঘটনা প্রমাণ করে আবু লাহাবের আযাব হালকা করা হবে, যা আল্লাহর কথার সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং উক্ত ঘটনা মিথ্যা ও দলীলের অযোগ্য হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

তৃতীয় সংশয় :

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে নাবী ^{সওয়াব-৫} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} -কে সোমবারের রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : “সোমবারে আমি জন্ম লাভ করেছি এবং সোমবারেই আমি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি।” ঈদে মীলাদুন্নাবীর দাবীদাররা বলেন যে, নাবী ^{সওয়াব-৫} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} -নিজেই তাঁর জন্মদিনকে রোযার মাধ্যমে পালন করেছেন। তাই নাবী ^{সওয়াব-৫} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} -এর জন্মদিন পালন করা তাঁর সুন্নাত।

জবাব : এ অপব্যাক্যার জবাবে আমরা বলতে চাই—

প্রথমতঃ নাবী ^{সওয়াব-৫} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} -যেদিন রোযা রেখেছেন, সে দিনটি সোমবার, তিনি ১২ই রবিউল আওয়ালকে জন্মদিন হিসেবে বলেননি এবং সে তারিখে ঐ উদ্দেশে কোন রোযাও রাখেন নি। সুতরাং যারা ১২ই রবিউল আওয়ালকে নাবীর ^{সওয়াব-৫} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} -জন্ম দিবস হিসেবে পালন করে এবং ঐ হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, তারা হয় হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে অজ্ঞ, অথবা হাদীসের অপব্যাক্যাকারী ও প্রবৃত্তির পূজারী।

দ্বিতীয়তঃ নাবী ^{সওয়াব-৫} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} -সোমবারের রোযা শুধু জন্মদিবস হিসেবে রাখেননি বরং অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কারণে রাখতেন, তিনি বলেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় আমার আমল

^{১০} সূরা আল ফাতির ৩৫ : ৩৬।

উপস্থাপন করা হোক।”^{১১} সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ অন্য কারণেও সোমবার সিয়াম রাখতেন।

তৃতীয়তঃ যারা নাবী ﷺ-এর সোমবারে রোযা রাখার দলীল দিয়ে তাঁর জন্মদিবস পালনের কুমতলব হাসিল করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, নাবী ﷺ তাঁর জন্মদিবস সোমবার খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-উল্লাস এবং অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে পালন করেছেন, না সিয়াম রাখার মাধ্যমে পালন করেছেন? জওয়াব, সিয়াম রাখার মাধ্যমে পালন করেছেন। পক্ষান্তরে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদেরা তাঁর বিপরীত; তারা আনন্দ-উল্লাস, খাওয়া-দাওয়া ও মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে জন্মদিবস পালন করে। আরো প্রশ্ন হলো- নাবী ﷺ কি বছরে শুধু একটি দিন উদযাপন করেছেন; না প্রতি সপ্তাহে? দ্বিতীয়তঃ সাহাবায়ে কিরাম কি রোযা রাখার মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, না আনন্দ-উল্লাস ও খাও-দাও ফুটি কর এর মাধ্যমে? সুতরাং নাবী ﷺ-এর সুন্নাত হলো প্রতি সোমবার সিয়াম রাখা, শুধু ১২ তারিখে নয়। এটাই হলো তাঁর জন্ম দিবসে ইবাদাত। এটাই তাঁর তরীকা। তিনি বলেন :

“مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.” যে আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।”^{১২}

অতএব তথাকথিত মীলাদুন্নাবী উদযাপনকারীরা কার অনুসারী এবং কার তরীকায় চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপব্যাক্যকারীদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি লক্ষ্যপ না করে এখন কুরআন ও হাদীসের ফায়সালায় যাই।

^{১১} সুনান আবু দাউদ হা/২১০৫ (সহীহ)।

^{১২} সহীহুল বুখারী হা/৫০৬৩, সহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৯।

কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা

ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা‘আলা নিজেই এ পূর্ণতা দান করেছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী-রাসূল মুহাম্মাদ সত্যতা-৬
আলাহরি
ওহাসত্য-কে প্রেরণ করেছেন, সাথে সাথে মানব জাতিকে রাসূলের দেওয়া বিধিবিধান পালন করার আদেশও দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

“আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।”^{১৩}

অতএব রাসূলুল্লাহ সত্যতা-৬
আলাহরি
ওহাসত্য আমাদেরকে তথাকথিত নব আবিষ্কৃত ঈদে মীলাদুন্নাবী পালনের আদেশ দিয়েছেন তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে তিনি ইবাদাতের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন; অতএব আমাদের ঐ সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকা অপরিহার্য, যা ‘ইবাদাতের নামে নবাবিষ্কৃত বিদআত। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“যারা তাঁর (নাবীর) পথের বিরোধী তাদের হুশিয়ার হওয়া উচিত যে, তাদেরকে ক্ষেতনায় পেয়ে যাবে, অথবা যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব তাদের গ্রাস করবে।”^{১৪}

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন :

“أي عن أمر رسول الله ﷺ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان”

‘অর্থাৎ তাদের হুশিয়ার হওয়া উচিত, যারা রাসূলুল্লাহ সত্যতা-৬
আলাহরি
ওহাসত্য-এর নির্দেশ, পথ ও মত, তরীকা-সুন্নাহ এবং তাঁর বিধি-নিষেধের বিরোধিতা করে। মূলত তাঁর কথা ও কাজই হলো সকল কথা ও কাজের মানদণ্ড। যদি আমাদের কথা ও কাজ তাঁর কথা ও কাজের সাথে মিলে যায়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে, আর যদি বিপরীত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।’^{১৫}

^{১৩} সূরা আল হাশ্ব ৫৯ : ৭।

^{১৪} সূরা আন নূর ২৪ : ৬৩।

^{১৫} তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩/৩০৭।

হাদীসেও পরিষ্কারভাবে এসেছে- সাহাবী ইরবায় ইবনে সারিয়ার (রা.) প্রসিদ্ধ হাদীস।
নাবী সহাবা-১
আলায়হি
ওয়াসালাম বলেন :

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
وَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“তোমরা আমার এবং আমার পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর
এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধর। নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ে সতর্ক থাক,
কেননা সকল বিদ্‘আতই গুমরাহী ও ভ্রষ্টতা।”^{১৬}

নাবী সহাবা-১
আলায়হি
ওয়াসালাম আরো বলেন :

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“যে আমাদের দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।”^{১৭}

নাবী সহাবা-১
আলায়হি
ওয়াসালাম-এর এ হাদীসই সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তথাকথিত ঈদে মীলাদুন্নাবী তাঁর দীনের
অন্তর্ভুক্ত নয় বরং নতুন উদ্ভাবিত; অতএব তা ভ্রান্ত ও গুমরাহ-বিদ্‘আত যা প্রত্যাখ্যাত।
এ হলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত, অনুরূপ সাহাবী তাবে‘ঈ, তাবে তাবে‘ঈ ও
প্রসিদ্ধ ইমামগণ- আবু হানীফা, মালিক, শাফি‘ঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল
(রাহেমাহুমুল্লাহ) সকলেই এ ধরনের কোন মীলাদ মাহফিলের আয়োজন তো করেননি;
এমন কি তাদের মাধ্যমে এর কোন অনুমতি বা সম্মতিও পাওয়া যায় না বরং তাঁদের
আকীদা-বিশ্বাস, কথা ও কাজই প্রমাণ করে যে, ইহা একটি ভ্রান্ত বিদ্‘আত যা অবশ্যই
বর্জনীয়। এটাই হলো প্রকৃত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মত।^{১৮}

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন :

“وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي

يقال أنها ليلة المولد ... فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها”

^{১৬} আবু দাউদ হা.৪৬০৯, তিরমিযী হা.২৬৭৬ (সহীহ)।

^{১৭} সহীহুল বুখারী হা.২৬৯৭ ও সহীহ মুসলিম হা.৪৫৮৯।

^{১৮} দ্রঃ আল আ‘ইয়াদ ওয়া আসারুহা আলাল মুসলিমিন, ৩৩৩-৩৪৩ পৃ., আল ইরশাদ ইলা সহীহীল ই‘তিকাদ-
৩৩২-৩৩৫ পৃ.

“ইবাদাতের শরীয়তসম্মত মৌসুম ব্যতীত অন্য মৌসুম নির্ধারণ করা; যেমন রবিউল আউয়াল মাসের কতক রাতকে মীলাদুন্নাবী’র রাত মনে করা বিদআত ..., যা কখনও সালাফগণ (সাহাবী ও তাবে’ঈ এবং তাদের পূর্ণ অনুসারীগণ) পছন্দ করেননি এবং পালনো করেননি।”^{১৯}

আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী (রহ.) বলেন :

“عند ما سُئِلَ عن الاحتفال بالمولد، قال : لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله من أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطلون...”

আল্লামা তাজুদ্দীন (রহ.)-কে মীলাদ মাহফিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন : “আমার জানা মতে- কুরআন ও সুন্নাহতে মীলাদ মাহফিলের কোন ভিত্তি নেই এবং দীনী বিষয়ে অনুসরণীয় ইমাম যারা পূর্ববর্তীদের (সাহাবী ও তাবে’ঈদের) অনুসরণ করেন তাদের পক্ষ হতেও মীলাদ মাহফিলের কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব এটা একটি স্পষ্ট বিদ্’আত যা বাতিল সম্প্রদায় আবিষ্কার করেছে।”^{২০} বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বিশ্ববরেণ্য আলিম ইমাম ইবনু বায (রহ.) কতই না সুন্দর কথা বলেছেন :

« لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ ، ولا غيره ، لأن ذلك من البدع المحدثه في الدين ، لأن الرسول ﷺ لم يفعله ، ولا خلفاؤه الراشدون ، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة ، وأكمل حبا لرسول الله - ﷺ ... »

“মীলাদুন্নাবী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা জায়েয নয়, কারণ এ সবই ইসলামে নব উদ্ভাবিত বিদ্’আত যা রাসূল ^{সত্যতাঃ} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম}, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী উত্তম যুগসমূহে কেউ উদযাপন করেননি, অথচ তারাই রাসূল ^{সত্যতাঃ} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম}-এর আদর্শের ব্যাপারে অধিক জানতেন এবং তাঁকে অধিক ভালবাসতেন। নাবী ^{সত্যতাঃ} ^{আলায়াহি ওয়াসাল্লাম} বলেন : “যে আমাদের দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম) ইত্যাদি। তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অসংখ্য দলীল উপস্থাপন করেন, যা প্রমাণ করে যে, ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন বিদ্’আত যা প্রত্যাখ্যাত।”^{২১}

^{১৯} মাজমু ফাতাওয়া- ২৫ খণ্ড, ২৯৮ পৃ.

^{২০} আল মাওরিদ ফি আমালি আল মাওলিদ, ২০-২২ পৃ.

^{২১} দ্রঃ আল বিদা’ ওয়াল মুহদাসাত ওয়া মা লা আসলা লাহ- ৬১৯-৬২৬ পৃঃ।

উপসংহার

হে মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! একটু ভাবুন! মানুষ পুণ্যের কাজ করতে গিয়ে যদি পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, হিদায়াতে চলতে গিয়ে যদি গুমরাহ হয়ে যায় এবং জান্নাতী হতে গিয়ে যদি জাহান্নামী হয়ে যায় তাহলে তার থেকে হতভাগা আর কে হতে পারে? প্রথমেই বলেছি, মানুষ যাকজমক ও চাকচিক্যপ্রিয়, তাই তার সামনে যখন কোন কাজ চমকপ্রদ করে উপস্থাপন করা হয়, তখন সে মনে করে এটাই ঠিক। বস্তুত প্রকৃত বাস্তবতা তা নয় বরং এটা এক শয়তানী কৌশল, মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

“সে বলে হে রব! যে অপরাধের কারণে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আমি অবশ্যই আদম সন্তানের জন্য পৃথিবীতে সেটাকে চাকচিক্য করে তুলব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট বা গুমরাহ করে ফেলব।” (সূরা আল হিজর ১৫: ৩৯)

অতএব আল্লাহভীরু, চিন্তাশীল মুসলিম ব্যক্তির কাছে আর অস্পষ্ট থাকতে পারে না যে, প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নাবী বা নাবীর জন্ম দিবসের উৎসব-চাই ১২ই রবিউল আওয়ালে হোক বা অন্য কোন দিনে- এটা ইসলামের কোন ‘ইবাদাত নয়, কারণ তা কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী এক বিদআত। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ ^{সত্যতা-ক} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম} বা কোন সাহাবী, তাবে‘ঈ এমনকি প্রসিদ্ধ ইমামগণও করেননি এবং সম্মতিও দেননি। বরং এ জাতীয় নব উদ্ভাবিত কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। অতএব একজন মুসলিমের “ঈদে মীলাদুন্নাবী”-এর পরিচয় জানা এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণের অসারতা ও সংশয় নিরসনের পর কুরআন ও সহীহ হাদীসের ফায়সালা অনুযায়ী ঐ সব ভ্রান্ত ও গুমরাহী বিদ্‘আত হতে বিরত থাকা অপরিহার্য এবং মানুষকে তা থেকে বিরত রাখার দাওয়াতী কাজ করাও একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নাবী ^{সত্যতা-ক} ^{আলায়হি} ^{ওয়াসালম}-এর প্রকৃত অনুসারী হয়ে জান্নাতী হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণহীন এমন নব উদ্ভাবিত বিদ্‘আত হতে বিরত থাকার মাধ্যমে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন আমীন! সুম্মা আমীন!!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

الاحتفال بمولد النبي

تعريفه

وتاريخه

وحكم الكتاب والسنة

د. محمد شهيد الله خان المدني